দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 AUG 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

12

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষানীতি

ছাত্ররা রাজনীতি করবে না, এটা অযৌক্তিক। কিন্তু পড়াশুনা না করে ছাত্র হওয়া যায়, একথাও অমূলক। ছাত্ররা জাতির ভবিষ্যৎ। আর শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড।

অথচ আজকাল সত্যি কথা বলতে কি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পড়তে দিয়ে অভিভাবকদের সর্বদা আতংকগ্রস্ত থাকতে হয়, তাদের সন্তান 'মানুষ' হয়ে অক্ষত ও জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবে কি-না। যে ছেলেমেয়ে পিতামাতার মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে কলংকের কালিমা লেপন করে, সে ছেলেমেয়ের অভিভাবক বেঁচেও মৃত। আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলো আজকাল অস্ত্রমুক্ত নয় বলেই পরিস্থিতি জটিল রূপ নিচ্ছে ক্রমে ক্রমেই। কথায় কথায় গুলী, লুটতরাজ, কক্ষ পোড়ানো ইত্যাদি চলছে অহরহ। ৪-৫ বছরের কোর্সে পড়াশুনা করলেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন শিক্ষার্থীকে বের হয়ে আসতে কমপক্ষে ৬-৭ বছর সময় লাগে। আবার কথায় কথায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। অপরদিকে সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কমবেশী অনেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য একজন শিক্ষক অপর শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রদের লেলিয়ে দিচ্ছেন, মিছিল, মারামারি-হানাহানিতে সংশ্লিষ্ট হতে প্রভাবিত করছেন। এভাবে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ক্রমান্বয়ে কলুষিত হয়ে উঠছে।

মানুষ গড়ার আঙ্গিনায় এখন মানুষ গড়া হচ্ছে না। আর এ কারণেই সমাজে আজ অস্থিরতা বিরাজ করছে। অশান্তি চলছে সর্বত্র। নৈতিকতা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

শিক্ষাঙ্গনে পাঠাচ্ছে অভিভাবক সন্তানকে 'মানুষ' হবার জন্যে। অথচ যদি সন্তান 'অমানুষ' হয়ে ফিরে আসে তবে চিরদিন অভিভাবকদের বেঁচে থেকেও মৃতের মত সমাজে অবস্থান করতে হবে। সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে তাই অভিভাবকগণ সত্যিকারভাবেই চিন্তিত। এর পরিণতি কখনো শুভ হতে পারে না। সর্বাগ্রে শিক্ষানীতি, সমাজনীতি এবং রাজনীতির পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। আর এর সাফল্যের উপরই নির্ভর করছে শিক্ষাঙ্গনের সুস্থ পরিবেশ। তবেই শিক্ষাঙ্গন হবে মানুষ তৈরীর কারখানা। যেখানে থাকবে সত্যিকার কারিগর।

—নাসির আল মামুন

নৈশ বিদ্যালয়ের গুরুত্ব

প্রবাদ আছে "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড"। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। তাই নৈশ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সে তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের হার অতি নগণ্য। এর মূল কারণ হিসেবে আমরা ধরে নিয়েছি দারিদ্র্যতাকে। আমাদের দেশের প্রায় ৮০/৯০ ভাগ লোক খেটে খাওয়া। আর এর মধ্যে অল্পবয়সী কিশোর-কিশোরীর সংখ্যাও কম নয়। আর এরা পেটের দায়ে অথবা সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জন্য কোন না কোন একটি কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ফলে, এদের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই নৈশ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কম পক্ষে প্রত্যেক ওয়ার্ডে যদি একটি করে নৈশ বিদ্যালয় চালু করা যায়— তাহলে, দিনমজুর ছেলেমেয়েরা যেমন শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে তদ্রূপ শিক্ষার হারও অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে। এর ফলে সমাজে কিশোর অপরাধীর সংখ্যাও ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া সার্বজনীন শিক্ষার যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে তাও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং নৈশ বিদ্যালয়ের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

— আহমাদ আলী